কুষ্টিয়ায় তিন প্রতিষ্ঠানে ৪৬ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় বাজার তদারকির অংশ হিসেবে অভিযান চালিয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জেলগেট মোড় এবং কুমারখালী উপজেলার বাঁশগ্রাম বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে কাঁচাবাজার, মুদি দোকান, হোটেল, জ্বালানি তেলের দোকান ও ফিলিং স্টেশন মনিটরিং করা হয়। এ সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পণ্যের মূল্যতালিকা, সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে কি না তা যাচাই করা হয়।

অভিযানকালে অনুমোদনহীন ও অনিরাপদ উপায়ে জ্বালানি তেল সংরক্ষণ এবং সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ডিজেল ও পেট্রোল বিক্রির অভিযোগে কুমারখালীর বাঁশগ্রাম বাজারের মেসার্স হিরা হার্ডওয়্যারকে ১৫ হাজার টাকা এবং মেসার্স টুকটুকি এন্টারপ্রাইজকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে ইফতারি প্রস্তুত করার দায়ে কুষ্টিয়া জেলগেট মোড় এলাকার ফরহাদ হোটেলকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলীর নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এবং জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম সহায়তা প্রদান করে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, বাজারে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করতে এ ধরনের তদারকি অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। এ সময় ব্যবসায়ীদের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার জন্যও সতর্ক করা হয়।

মেহেরপুরের দুই প্রতিষ্ঠানে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর ও সদর উপজেলায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালিত হয়ে দুই ব্যবসায়ীকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মুজিবনগরে অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদনের অভিযোগে মেসার্স আফিফ বাংলা ফুডকে ১০ হাজার টাকা এবং সদর উপজেলার কাথুলী মোড়স্থ শোলমারী হোটেলকে খাদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য (হাইড্রোজ) ব্যবহার করার কারণে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। অভিযানে নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ, সেমাই, কসমেটিকস ও হোটেলগুলোর কার্যক্রম তদারকি করা হয়। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে, যাতে তারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন মেনে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে। নিয়মিত এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে চোরাই মোটরসহ চোর আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে চোরাই পানির মোটর উদ্ধারসহ এক চোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার এক্সচেঞ্জপাড়ার ইসরাফিল হোসেনের বাসায় গত রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে অজ্ঞাতনামা চোরচক্র বাড়ির সীমানা প্রাচীর টপকে টিউবওয়েলের সঙ্গে লাগানো গাজী কোম্পানির এক হর্সপাওয়ারের একটি মোটর চুরি করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় এক্সচেঞ্জপাড়ার রিন্টু হোসেনের ভাড়াটিয়া, খাসকররা গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে মো. ইসরাফিল হোসেন (৩৩) বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করেন।

এজাহারের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিরস্ত্র) মো. হাবিবুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গত ২ মার্চ রাত আনুমানিক ২টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের এক্সচেঞ্জপাড়ায় মো. বসির আহম্মেদের বসতবাড়ির সামনে ইটের রাস্তা থেকে মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে শওনকে (৩০) চুরি যাওয়া পানির মোটরসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ (বিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নি.) মোঃ হাবিবুর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

গত রবিবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের মোঃ রবিউল ইসলামের বসতবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে রিয়াজ মালিথার ছেলে মোঃ রাজিব মালিথাকে (২৭) ২০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি রাজিবের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

মুজিবনগরের পাঁচ প্রতিষ্ঠানে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালিয়ে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার সকালে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী মূল্য তালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করার অপরাধে আলিফ বস্তা ট্রেডার্স অ্যান্ড চাউল ভান্ডারকে ৫০০ টাকা, কালাম স্টোরকে ৫০০ টাকা এবং জোয়ার্দ্দার স্টোরকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া কসমেটিকসে মূল্য উল্লেখ না থাকা এবং লাইসেন্স ছাড়া গ্যাস বিক্রির দায়ে ধারা ৩৭ ও ৫২ অনুযায়ী তাসিন কসমেটিকস অ্যান্ড গিফট কর্নারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। খাদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য (হাইড্রোজ) ব্যবহার করায় ধারা ৪২ অনুযায়ী মিজান হোটেলকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ, মানসম্মত পণ্য বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য/ওষুধ ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

দামুড়হুদায় গভীর রাতে অবৈধ মাটি কাটায় অভিযান: ৪ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের গোপালপুর-ইব্রাহিমপুর এলাকায় অবৈধভাবে কৃষিজমির মাটি কাটার অভিযোগে গভীর রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত ১১টা থেকে ভোর ৩টা পর্যন্ত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে ৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় প্রভাবশালী একটি চক্র কৃষিজমির উর্বর মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল বলে অভিযোগ ছিল। অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে মাটি কাটার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০২৩ সংশোধিত) এর সংশ্লিষ্ট ধারায় ৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন নতিপোতা গ্রামের আছের উদ্দিনের ছেলে মজিবুল, একই গ্রামের মৃত আকবরের ছেলে খাইরুল ইসলাম, কুলবিলা গুচ্ছগ্রামের ছমির উদ্দিনের ছেলে সোহেল রানা এবং মাগুরা গ্রামের নওশের আলীর ছেলে আবুল কাশেম।

অভিযান চলাকালে প্রশাসনের উপস্থিতিতে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় সহযোগিতা করে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট ও পরিবেশের ভারসাম্য ধ্বংস করে অবৈধভাবে মাটি কাটা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, প্রশাসনের এ কঠোর পদক্ষেপে অবৈধ মাটি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হবে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

কুষ্টিয়ায় ভোক্তার অভিযানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়া শহরের বড়বাজার এলাকায় অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে সেমাই উৎপাদনের দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

গতকাল রোববার দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার এসসি বি রোড ও বড়বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলীর নেতৃত্বে বিশেষ এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, শহরের ‘নাবিল ফ্লাওয়ার মিলস’-এ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে সেমাই উৎপাদন করা হচ্ছিল। এ অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অন্যদিকে ‘মুনমুন ফ্লাওয়ার মিলস’ নামক অপর একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখা যায়, সেখানেও চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেমাই তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি যথাযথ প্রক্রিয়ায় পণ্য সংরক্ষণ ও মোড়কীকরণ করা হচ্ছিল না। এ অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান চলাকালে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের একটি চৌকস দল সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী জানান, জনস্বার্থে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের এ ধরনের তদারকিমূলক অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুরু হলো পরিচ্ছন্নতা অভিযান

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুরু হলো পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

আজ সোমবার সকালে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা নিজ হাতে ঝাড়ু দিয়ে নর্দমা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থান পরিষ্কার করে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। জামায়াতে ইসলামির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিচালিত পরিচ্ছন্নতা অভিযানে তাঁর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন, উপজেলা সাবেক সেক্রেটারী মোঃ শফিকুল ইসলাম, পৌর বায়তুলমাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি আবু সায়েম, পৌর যুব বিভাগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সেক্রেটারি রওশন মাহমুদ সাবেক কাউন্সিলর আলমগীর হোসেনসহ জামায়াত ও শিবিরের প্রায় ৫০ জন নেতাকর্মী।

পরিচ্ছন্নতা অভিযানে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল আজিজ, মেডিকেল অফিসার ও সেবিকারাও উদ্যোগটিকে স্বাগত জানান।

নবনির্বাচিত এমপি নাজমুল হুদা বলেন, “আমরা একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত শহর গড়ে তুলতেই এই অভিযান শুরু করেছি। এটি কোনো একদিনের কর্মসূচি নয়—নিয়মিতভাবেই এই কার্যক্রম চলবে।”

জীবননগরে বাজার মনিটরিং অভিযান; পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে ৭৯ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় নিয়মিত বাজার মনিটরিং অভিযানে পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর চারটি মামলায় ৪ হাজার টাকা এবং বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ লঙ্ঘনের অভিযোগে আরও একটি মামলায় ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আশরাফুল আলম রাসেল জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, বাজারে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা, ওজন ও পরিমাপে অনিয়ম, এবং নিয়মবিরোধীভাবে বালু ও মাটি উত্তোলনের অভিযোগে এসব প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও একাধিক দোকানে অনিয়ম ধরা পড়লে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয় ভ্রাম্যমাণ আদালত।

অভিযান শেষে ব্যবসায়ীদের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে এ ধরনের মনিটরিং কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বাজারে দ্রব্যমূল্য

নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অভিযান

মাহে রমজান উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলার আসমানখালী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময় পঁচা খেজুর বিক্রি ও নানা অনিয়মের জন্য তিন প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মাহে রমজান উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগত মান ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের নিয়মিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই অভিযান করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন জনাব আবদুল্লাহ আল নাঈম, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা।

অভিযানে বাজারের বিভিন্ন ফল ও মুদি দোকান তদারকি করে পণ্যের মান, মূল্য তালিকা ও মেয়াদ যাচাই করা হয়।

মেসার্স মিলন ফল ভান্ডার পঁচা খেজুর বিক্রির জন্য ৫,০০০ টাকা জরিমানা ও পঁচা খেজুর জব্দ। মেসার্স রিমি ভ্যারাইটিজ স্টোর মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সংরক্ষণের অপরাধে ৩,৫০০ টাকা জরিমানা। মিজান স্টোর মূল্য তালিকা না থাকার জন্য ১,৫০০ টাকা জরিমানা।

জরিমানা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আদায় করা হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, রমজান মাসজুড়ে বাজার মনিটরিং অব্যাহত থাকবে এবং জনস্বার্থবিরোধী যেকোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয় সচেতন মহল প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিয়মিত নজরদারি থাকলে বাজারে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং সাধারণ ক্রেতারা নিরাপদ ও ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারবেন।